বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয়

অডিট রিপোর্ট

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
অর্থ বছর ঃ ২০০৭-০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয়

প্রথম খন্ড

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
অর্থ বছর ঃ ২০০৭-০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২	মহাপরিচালকের বক্তব্য	খ
৩	প্রথম অধ্যায়	১
৪	অডিট অনুচ্ছেদের সারসংক্ষেপ	২
৫	অডিট বিষয়ক তথ্য	৩
৬	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৪
৭	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৪
৮	অডিটের সুপারিশ	৪
৯	Abbreviation & Glossary	৫
১০	দ্বিতীয় অধ্যায়	৬
১১	অনুচ্ছেদ নম্বর (০১-১৭)	০৭-২৩
১২	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	২৩

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (এমেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, রেলওয়ে অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো ।

তারিখ...২৩-০৮-১৪১৭ বঙ্গাব্দ বঙ্গাব্দ।
০৭-১২-২০১০ খ্রিষ্টাব্দ খ্রিষ্টাব্দ।

স্বাক্ষরিত

(আহমেদ আতাউল হাকিম)
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

খ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে বাংলাদেশ রেলওয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এটি দেশের বৃহত্তম রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। জনগণের কল্যাণার্থে রেল পরিবহন ব্যবস্থা সুষ্ঠু, সুনিশ্চিত ও নিরাপদ করা যেমন এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য তেমনি আয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যয় নির্বাহ করার পর বাংলাদেশ রেলওয়েকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করাও রেল প্রশাসনের দায়িত্ব। বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক প্রণীত লাভ-ক্ষতির হিসাব মতে ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে মোট রাজস্ব আয় অর্জিত হয়েছে ৫৬১ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১১৭৫ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা। উক্ত বছরে রেলওয়ের নীট রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ প্রদর্শিত হয়েছে ৬১৩ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা।

বাংলাদেশ রেলওয়ের অভ্যন্তরীণ আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের ফলপ্রসূতা বা গুণাগুণ ও মান যাচাই করার জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভিন্ন দপ্তরে রক্ষিত দলিলাদি ও হিসাব স্থানীয়ভাবে যাচাইমূলক নিরীক্ষা করে এ রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। এ রিপোর্টে যে সমস্ত আর্থিক অনিয়ম, ক্ষয়ক্ষতি, অপচয় ও ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনার উদাহরণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা মূলতঃ ২০০৭-০৮ ও তৎপূর্ববর্তী বছরের। বাংলাদেশ রেলওয়ের সামগ্রিক লেনদেন ও আয় ব্যয়ের ক্ষুদ্রাংশ অডিট করা হয়েছে বিধায় এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অডিট আপত্তি ও মন্তব্যগুলো কেবল মাত্র উদাহরণমূলক এবং এগুলো রেলওয়ে প্রশাসনের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও ত্রুটিবিচ্যুতির পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন দপ্তরে পত্র বিনিময় ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপন করা সত্বেও যে ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত গুরুতর আর্থিক কিংবা হিসাব সংক্রান্ত অনিয়ম, অপচয় ও অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতির উপর অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে উত্থাপিত অডিট আপত্তি ও মন্তব্যের সঠিক ও সন্তোষজনক কোন উত্তর পাওয়া যায়নি এবং অডিট আপত্তির প্রেক্ষিতে সন্তোষজনক কার্যক্রম গৃহীত হয়নি, কেবলমাত্র তখনই উক্ত আর্থিক কিংবা হিসাব সংক্রান্ত অনিয়ম ও ক্ষয়ক্ষতির বিষয়গুলো এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

স্বাক্ষরিত

(মোঃ মতিয়ার রহমান)
মহাপরিচালক
রেলওয়ে অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

তারিখঃ ১৮-০৮-১৪১৭ বঃ / ০২-১২-২০১০ খ্রিঃ

বঃ

খ্রিঃ

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুঃ নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১	গ্রামীণ ফোন লিঃ এর নিকট হতে কম হারে লাইসেন্স ফি আদায় করায় সরকারের ২ বছরে ৮,২৫,১৪,৩২৩/- টাকা ক্ষতি।	৮,২৫,১৪,৩২৩/-
২	ষ্টোনব্যালাষ্ট সরবরাহের কাজে পিপিতে সংস্থানকৃত বরাদ্দের ২২,০৫,০২,৯৭০/- টাকা অতিরিক্ত ব্যয়।	২২,০৫,০২,৯৭০/-
৩	ক্ষমতাবহির্ভূতভাবে রিভাইজড পিপিতে সংস্থানকৃত দর অপেক্ষা অধিক দরে স্টীল স্লীপার ক্রয় করায় রেলওয়ের ১৫,৪৭,৫৫,০১৫/- টাকা ক্ষতি।	১৫,৪৭,৫৫,০১৫/-
৪	চাঁদপুর মৎস্য বণিক সমবায় সমিতি লিমিটেড এর নিকট গোডাউন ভাড়া বাবদ ১৪,১৮,৮১০/- টাকা অনাদায়।	১৪,১৮,৮১০/-
৫	পে-সহকারী কর্তৃক ৫,৮২,৩৪৪/- টাকা আত্মসাৎ।	৫,৮২,৩৪৪/-
৬	দায়িত্ব হস্তান্তর কালে পি-ওয়ে মালামাল ঘাটতির ফলে রেলওয়ের ৫৫,১৭,৮৭৭/- টাকা ক্ষতি।	৫৫,১৭,৮৭৭/-
৭	পিসিপি/পিপি অনুমোদন ব্যতীত ২৪,৮৫,৯৭,৬০০/- টাকা অনিয়মিত ব্যয়।	২৪,৮৫,৯৭,৬০০/-
৮	২টি সার্ভে সীটের বিপরীতে ১২৪.৪১৮ মেঃ টন ঘাটতি মালামালের মূল্য আদায় না করায় ৩৪,৮৪,৩৬৭/- টাকা ক্ষতি।	৩৪,৮৪,৩৬৭/-
৯	ঠিকাদারদের নিকট হতে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের ৯,৯৮,২২,৮৬০/- টাকা ক্ষতি।	৯,৯৮,২২,৮৬০/-
১০	বিভিন্ন স্টেশনে আয়ের ৬,৬১,০৩,১০৬/- টাকা সরকারি খাতে জমা না করে আত্মসাৎ।	৬,৬১,০৩,১০৬/-
১১	আদায়কৃত বিশেষ বিলম্ব গুল্কের ৩০,১৬,৪৫০/- টাকা অনিয়মিতভাবে পার্টিকে ফেরৎ প্রদান করায় রেলওয়ের ক্ষতি।	৩০,১৬,৪৫০/-
১২	ঠিকাদার কর্তৃক প্রকৃত দর পরিবর্তন করে অতিরিক্ত দরে টেন্ডার মূল্যায়ণ করায় ১,০০,০০০/- টাকা ক্ষতি।	১,০০,০০০/-
১৩	৭৭টি গাড়ীর ভ্যাট বাবদ ১,১০,০২,২১১/- টাকা আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১,১০,০২,২১১/-
১৪	বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ট্রেনের যন্ত্রাংশ খোয়া যাওয়ার প্রেক্ষিতে ঠিকাদারের নিকট হতে ১৫,৪৪,৪৩৩/- টাকা আদায় না করায় আর্থিক ক্ষতি।	১৫,৪৪,৪৩৩/-
১৫	চূড়ান্ত মঞ্জুরীর অতিরিক্ত ৯২,৫৮,১৬,৪১৭/- টাকা ব্যয়।	-
১৬	চূড়ান্ত মঞ্জুরীর ১১২,২৩,০৬,৯২৯/- টাকা উদ্বৃত্ত।	-
১৭	উপযোজন হিসাবে ৬৮,৩৯,৯৬,০০০ টাকার খরচের হিসাবভুক্তিতে ভুল শ্রেনীবিন্যাস।	-

অডিট বিষয়ক তথ্য ঃ

নিরীক্ষা অর্থ বছর	ঃ	২০০৭ - ২০০৮ অর্থ বছর ।
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান	ঃ	বাংলাদেশ রেলওয়ে।
নিরীক্ষার প্রকৃতি	ঃ	কমপ্লায়েন্স এবং আর্থিক নিরীক্ষা।
নিরীক্ষার সময়	ঃ	২০০৮-০৯ অর্থ বছর।
নিরীক্ষা পদ্ধতি	ঃ	টেস্ট অডিট এবং সরেজমিন পরিদর্শন।

অডিট রিপোর্ট সার্বিক তত্ত্বাবধানে যারা ছিলেন ঃ- মহাপরিচালক, রেলওয়ে অডিট অধিদপ্তর এবং অধীনস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ ।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।
- বিভিন্ন পূর্ত কাজে চুক্তির শর্ত লংঘন।
- দরপত্রের শর্ত ও প্রকৌশল কোডের বিধিবিধান প্রতিপালনে অনীহা।
- স্টকশীট অনিষ্পন্ন রাখা ও অনিয়মিতভাবে মালামাল ক্রয়।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ ঃ

- রেলওয়ে কোডাল বিধিবিধান পরিপালনে শৈথিল্য।
- ঘাটতি ও অনাদায় সম্পর্কিত অনিয়ম উদঘাটিত হওয়া সত্বেও বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।
- চুক্তির শর্ত লংঘন করে মালামাল ক্রয় করা সত্বেও দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- সরকারী অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে রেলওয়ে জেনারেল কোডে বর্ণিত Canons of financial propriety নীতিমালার প্রতি রেলওয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
- এ রিপোর্টে বর্ণিত অনিয়ম ও ক্ষয়-ক্ষতিসহ অডিট কর্তৃক উত্থাপিত সকল অডিট আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম ও ক্ষতির জন্য যথাযথভাবে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে উপযুক্ত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ও ক্ষতি নিয়মানুগের ব্যবস্থা করে অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- ঘাটতিকৃত মালামালের মূল্য আদায় করা প্রয়োজন।
- একই জাতীয় অনিয়ম বার বার যাতে সংঘটিত না হয় তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

Abbreviations & Glossary

MLR = Main Line Rehabilitation.

ADP = Annual Development Program.

DPP = Development Project Proforma.

TEC = Technical Evaluation Committee.

CPTU = Central Procurement Technical Unit.

APP = Annual Procurement Plan.

HOPE = Head of the Procuring Entity.

CCS = Chief Controller of Stores.

PHT = Pahartali.

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ ঃ ০১

শিরোনাম ঃ গ্রামীণ ফোন লিঃ এর নিকট হতে কম হারে লাইসেন্স ফি আদায় করায় সরকারের ২ বছরে ৮,২৫,১৪,৩২৩/- টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

চীফ এস্টেট অফিসারের কার্যালয়, পশ্চিমাঞ্চল/বাংলাদেশ রেলওয়ে/রাজশাহীর অধীনস্থ বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তির কার্যালয় পাকশী ও লালমনিরহাট কার্যালয়ের হিসাব নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- জমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা/০৬ এর ৮.৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিভাগীয় শহরে গ্রামীণ ফোন এর নিকট হতে প্রতি বর্গফুট ৩৩৫/- টাকা হারে এবং অন্যান্য স্থানে ২২৩/- টাকা হারে লাইসেন্স ফি আদায়ের বিধান থাকলেও গ্রামীন ফোনের জন্য প্রযোজ্য নয় এমন হার অনুযায়ী লাইসেন্স ফি আদায় করা হয়েছে।
- কম হারে লাইসেন্স ফি আদায় করায় ২০০৬-০৭ ও ২০০৭-০৮ অর্থ বৎসরে রেলওয়ের সর্বমোট ৮,২৫,১৪,৩২৩/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট-ক/১-২)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

গ্রামীণ ফোন লিঃ কর্তৃপক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে ২৩/৩/২০০৬ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন ও পরবর্তীতে ডিজি, রেলওয়ের পত্র নং-রেবি/ভূস/১/২০০৬-২৮৬ তারিখ ২৩/৫/০৬ মোতাবেক পরবর্তী সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত পূর্বের ন্যায় লাইসেন্স ফি আদায় করতে হবে মর্মে নির্দেশ পাওয়া যায়। সে অনুযায়ী লাইসেন্স ফি আদায় করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা/২০০৬ এর ৯ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এর কোন ধারা শিথিল করতে হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর অনুমোদন প্রয়োজন। মহাপরিচালকের উক্ত আদায় সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের আলোকে কম লাইসেন্স ফি আদায় ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালার পরিপন্থী।
- আপত্তিটি ০৬/০১/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে জারী করা হয় এবং পরবর্তীতে ২৯/৩/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারী পত্র সচিব, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

কম লাইসেন্স ফি আদায় জনিত ক্ষতির দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ০২

শিরোনাম ঃ- ষ্টোনব্যালাষ্ট সরবরাহের কাজে পিপিতে সংস্থানকৃত বরাদ্দের ২২,০৫,০২,৯৭০/- টাকা অতিরিক্ত ব্যয়।

বিবরণ ঃ

প্রধান প্রকৌশলী/প্রকল্প, বাংলাদেশ রেলওয়ে, সিআরবি, চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের হিসাব স্থানীয় ভাবে নিরীক্ষা কালে উক্ত কার্যালয়ের নথি নং- পিডি/এমএলআর/ডব্লিউ/৪৬ পর্যালোচনাকালে নথিতে রক্ষিত ডিএফএ/পাকশী কর্তৃক নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকল্প/পাকশী কে লিখিত ১৬/০১/০৮ তারিখের পত্রে দেখা যায়, ১৬ই জানুয়ারী ০৮ পর্যন্ত মোট ৫৯ টি চুক্তি পত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন দরে ৯৩,৯৩,৭৭,৯৭০/- টাকার পাথর ক্রয়ের চুক্তি মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু সংশোধিত পিপিতে ব্যালাষ্ট সংগ্রহের সংস্থান রাখা হয়েছে মোট ৭১,৮৮,৭৫,০০০/- টাকা। অর্থাৎ (৯৩,৯৩,৭৭,৯৭০-৭১,৮৮,৭৫,০০০) = ২২,০৫,০২,৯৭০/- টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে। বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয় পিপির কোন খাত হতে সমন্বয় করা হবে তা হিসাব বিভাগকে অবহিত করার জন্য বলা হলেও আলোচ্য ব্যয় পিপির কোন খাত হতে সমন্বয় করা হয়েছে তা সংশ্লিষ্ট নথি পর্যালোচনায় পাওয়া যায়নি।

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১২/৪/৯৪, ২২/০২/২০০০ এবং ২২/০২/০৪ তারিখের আর্থিক ক্ষমতা আদেশ অনুযায়ী পিপিতে সংস্থানকৃত অর্থের অধিক ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা যাবে না এবং মোট বরাদ্দের অধিক ব্যয়ের কোন সুযোগ নেই।
- প্রকল্পের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশনের ৮/৪/০৭ তারিখের পত্রে নির্দেশ প্রদান করা হয় যে, অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে সীমিত রেখে অর্থাৎ অনুমোদিত ব্যয়ের মধ্যে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ২০০৪ সালে এ প্রকল্পের পিপি সংশোধনের সময় প্রতি ঘনফুট ৪৫/- টাকা হারে সংস্থান রাখা হয়। ৪ বছরের ব্যবধানে পাথরের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পের কাজ চলমান রাখার স্বার্থে পিপির সংস্থান অপেক্ষা অধিক মূল্যে পাথর সংগ্রহ করা হয়েছে। পিপির সংস্থানের চেয়ে অধিক মূল্যে চুক্তি সম্পাদন করা হলেও ব্যয় সার্বিক ভাবে সংশোধিত পিপির মোট মূল্যমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- উপরোক্ত জবাব সন্তোষজনক নহে। কারণ, উপরোক্ত অধিক মূল্যে পাথর সংগ্রহের ক্ষেত্রে পিপি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ (একনেক) এর কোন অনুমোদন নেই।
- উপরে বর্ণিত আর্থিক ক্ষমতা আদেশানুযায়ী মোট বরাদ্দের অধিক ব্যয়ের সুযোগ নেই।
- আপত্তিটি ১০/১১/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে জারী করা হয় এবং পরবর্তীতে ১১/০১/২০১০ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারী পত্র সচিব, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

অবিলম্বে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে পিপির সংস্থানের অধিক ব্যয়িত অর্থ নিয়মানুগ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ০৩

শিরোনাম ঃ- ক্ষমতাবহির্ভূতভাবে রিভাইজড পিপিতে সংস্থানকৃত দর অপেক্ষা অধিক দরে স্টীল স্লীপার ক্রয় করায় রেলওয়ের ১৫,৪৭,৫৫,০১৫/- টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

প্রকৌশলী প্রধান/প্রকল্প, বাংলাদেশ রেলওয়ে, সিআরবি, চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা কালে এমএলআর/পশ্চিম প্রকল্পের রিভাইজড্ পিপি পর্যালোচনায় দেখা যায় উক্ত প্রকল্পের কাজে ১,৪৬,০০০ টি স্টীল স্লীপার সংগ্রহের জন্য দেশী ও বিদেশী মুদ্রায় ৪৭,৪১,২৫,০০০/- টাকা সংস্থান রাখা হয়েছে। এতদসংক্রান্ত নথি নং সিওএস/এমএস(বিজি) এমএলআরডবি□উ/ক্যাশ পর্যালোচনায় দেখা যায় ২৮০৭৫টি স্লীপার প্রতিটি ৯,০১২.২০ টাকা হিসেবে ২৫,৩০,১৭,৫১৫/- টাকায়, মেসার্স ম্যাক্স রহিম জয়েন্ট ভেঞ্চার (Venture) কোং হতে ক্রয় করা হয়। পিপির সংস্থান অনুযায়ী ৩,৫০০/- টাকা দরে ২৮০৭৫টি স্লীপারের মূল্য দাঁড়ায় ৯,৮২,৬২,৫০০/- টাকা। তাই এক্ষেত্রে (২৫,৩০,১৭,৫১৫/- − ৯,৮২,৬২,৫০০/-) = ১৫,৪৭,৫৫,০১৫/- টাকা পিপির সংস্থানকৃত মূল্য অপেক্ষা অধিক দরে স্লীপার ক্রয় করা হয়।

- ডেলিগেশন অব ফাইন্যান্সিয়াল পাওয়ার/২০০৪ অনুযায়ী ২৫,৩০,১৭,৫১৫/- টাকার চুক্তির অনুমোদনের জন্য মহাব্যবস্থাপক/প্রকল্প/ঢাকা ক্ষমতাবান নহেন।
- পিপিতে উল্লেখিত মূল্য বা প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা এত অধিক দরে দরপত্র গ্রহণ করা পিপিআর/০৩ এর প্রবিধান ৩১ (১৭) এর সম্পূর্ন পরিপন্থী হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

২০০৪ সালে সংশোধিত পিপি প্রণয়নকালে প্রতিটি নতুন বিজি স্টীল স্লীপারের মূল্য ৩৫০০/- টাকা করে সংস্থান রাখা হয়েছে। প্রতিবছর লৌহজাত সামগ্রীর মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ায় ৪/৫ বছর ব্যবধানে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে স্টীল স্লীপারের একক মূল্য বৃদ্ধি পায়। প্রকল্পের কাজ চলমান রাখার স্বার্থে পিপিতে সংস্থানকৃত অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে বাজার দরের সহিত যৌক্তিক বিবেচনায় একক মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্যে সংগ্রহ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- এই চুক্তি ক্ষমতাবহির্ভূতভাবে সম্পাদন হিসেবে গণ্য।
- প্রকল্পটি সার্বিক এবং সময়ের বিষয়টি বিবেচনায় রেখেই পিপি সংশোধন করা হয়েছে। একনেক কর্তৃক অনুমোদিত পিপির মূল্য হারের পরিবর্তন করার সুযোগ নেই।
- পিপিতে উল্লেখিত মূল্য বা প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা এত অধিক দরে দরপত্র গ্রহণ করা পিপিআর/০৩ এর প্রবিধান ৩১ (১৭) এর সম্পূর্ন পরিপন্থী হয়েছে।
- আপত্তিটি ১০/১১/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে জারী করা হয় এবং পরবর্তীতে ১১/০১/২০১০ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারী পত্র সচিব, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

ক্ষমতাবহির্ভূতভাবে এবং পিপিতে সংস্থানকৃত দর অপেক্ষা অধিক দরে স্লীপার ক্রয়ের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে বিষয়টি নিয়মানুগ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ঃ ০৪

শিরোনাম ঃ চাঁদপুর মৎস্য বণিক সমবায় সমিতি লিমিটেড এর নিকট গোডাউন ভাড়া বাবদ ১৪,১৮,৮১০/- টাকা অনাদায়।

বিবরণী ঃ

বিভাগীয় বাণিজ্যিক কর্মকর্তা/বাংলাদেশ রেলওয়ে/পাহাড়তলী/চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের হিসাব ২৩/১১/২০০৮ খ্রিঃ হতে ০৪/১২/২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে আদায় সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে,

- ১৫/১/২০০৩ খ্রিঃ হতে ৩০/৬/০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে মৎস্য বণিক সমবায় সমিতির দখল/ব্যবহারকৃত গোডাউনের ভাড়া বাবদ সর্বমোট ১৯,১৮,৮১০/- টাকা রেলওয়ের খাতে জমা পরিশোধের মাধ্যমে চুক্তিনামা সম্পাদনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে ১৬/৩/০৯ খ্রিঃ তারিখে পত্র দেয়া হয়।
- তন্মধ্যে চাঁদপুর মৎস বণিক সমবায় সমিতি কর্তৃক বিগত ১৫/০৩/০৯ ও ১৬/০৩/০৯ তারিখ-এ ৫,০০,০০০/- টাকা পরিশোধ করা হয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- টাকা জমা দেয়ার জন্য চূড়ান্তপত্র দেয়া হয়েছে। টাকা জমা না দিলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- বিগত ১৬/১০/০৮ খ্রিঃ তারিখে চূড়ান্তপত্র দেয়ার পর দীর্ঘ ১ মাস অতিবাহিত হলেও অদ্যাবধি গোডাউন ভাড়া বাবদ অবশিষ্ট (১৯,১৮,৮১০/- - ৫,০০,০০০/-)= ১৪,১৮,৮১০/- টাকা আদায়ের ব্যাপারে আইনগত কোন প্রক্রিয়া অথবা উচ্ছেদের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নজির নথি পত্রে পরিলক্ষিত হয়নি।
- আপত্তিটি ১০/১১/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে জারী করা হয় এবং পরবর্তীতে ২৯/১২/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারী পত্র সচিব, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

রেলওয়ের রাজস্ব আয়-বৃদ্ধিকল্পে দীর্ঘদিন যাবৎ ব্যবহারকৃত গোডাউনের ভাড়ার অর্থ সংশ্লিষ্ট বণিক সমিতির নিকট হতে আদায় করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ঃ ০৫

শিরোনাম ঃ পে-সহকারী কর্তৃক ৫,৮২,৩৪৪/- টাকা আত্মসাৎ।

বিবরণঃ

অর্থ উপদেষ্টা ও প্রধান হিসাব অধিকর্তা/পূর্ব/সিআরবি/চট্টগ্রাম কার্যালয়ের অধীন ম্যানেজার পে এন্ড ক্যাশ অফিসের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, জনাব মোঃ শাহজালাল চৌধুরী, পে-সহকারী কর্তৃক জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী/০৯ মাসে ৩০টি বিলের বিপরীতে মোট প্রদানযোগ্য টাকা ছিল ২৬,৪৪,৬৮৮/৫০, তন্মধ্যে ০৯/৩/০৯ তারিখ পর্যন্ত উক্ত ৩০টি বিলের বিপরীতে ২০,৬০,৫০৪/- টাকা পরিশোধ করেন। অবশিষ্ট ৫,৮৪,১৮৪/৫০ টাকার বিল অপরিশোধিত থাকে অর্থাৎ ৫,৮৪,১৮৪/৫০ টাকা হাতে থাকার কথা। কিন্তু উক্ত কর্মচারীর ঐ দিন ক্যাশ বাক্সে ১৮৪০/- টাকা হাতে পাওয়া যায়। ফলে ঐ কর্মচারীর কাছে (৫,৮৪,১৮৪/৫০ - ১৮৪০/-) = ৫,৮২,৩৪৪/৫০ টাকা ঘাটতি পাওয়া যায়। ঘাটতির বিষয়টি জরুরী ভিত্তিতে তদন্তপূর্বক ঘাটতিকৃত ৫,৮২,৩৪৪/৫০ টাকা আদায় করে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা আবশ্যক।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

এই ঘটনার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে প্রশাসন শাখা হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্মচারী তাঁর ক্যাশ বাক্সে ঘাটতিকৃত ৫,৮২,৩৪৪/৫০ টাকার মধ্যে জি-১ রশিদ নং ৩৮০৫০৩ তাং ১৮/৩/০৯ এর মাধ্যমে ২৫০০০/- টাকা জমা প্রদান করেছেন। সেই মতে প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী তাঁর নিকট অবশিষ্ট পাওনার পরিমাণ ৫,৫৭,৩৪৪/৫০ টাকা। বিষয়টি তদন্তের জন্য প্রশাসন শাখার পত্র নং প্রশাসন-১৫/৯৬/পেএন্ড ক্যাশ; তারিখ ১৬/৩/০৯ এর মাধ্যমে ১(এক)টি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত মন্তব্যে আপত্তিটি স্বীকৃতি লাভ করেছে।
- আপত্তিটি ১০/১১/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে জারী করা হয় এবং তার বিপরীতে ১১/০১/২০১০ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারী পত্র সচিব, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

ঘাটতিকৃত ৫,৫৭,৩৪৪/৫০ টাকা আদায়পূর্বক সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা আবশ্যক এবং একই সংগে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ঃ ০৬

শিরোনাম ঃ দায়িত্ব হস্তান্তর কালে পি-ওয়ে মালামাল ঘাটতির ফলে রেলওয়ের ৫৫,১৭,৮৭৭/- টাকা ক্ষতি।

বিবরণঃ

বিভাগীয় প্রকৌশলী-১/পাহাড়তলী/চট্টগ্রাম অফিসের আওতাধীন এসএসএই/পথ/চাঁদপুর, ষোলশহর ও কুমিল্লা এবং এসএসএই/কার্য/লাকসাম কার্যালয়ের ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের হিসাব ১৪-০১-২০০৯ তারিখ হতে ১৯-০২-২০০৯ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে,

- দায়িত্ব হস্তান্তরপত্রে পূর্ত মালামাল, ব্যালাস্ট ও বোল্ডার, ইআরসি রাবার প্যাড এবং লাইনার কম/ঘাটতি পাওয়ায় রেলওয়ের ৫৬,৬৫,৬০৬/- টাকা ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট- খ/১-৩)।
- মালামাল ঘাটতির জন্য কোন তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে কিনা তা জানা যায়নি।
- রেলওয়ের জেনারেল কোড ১৮০৪ এবং ১৮০৭ ধারা অনুযায়ী মালামাল ঘাটতির জন্য তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

এসএসএই/কার্য/ওয়ে/চাঁদপুর জনাব মতিলাল দে এর সময়ে কম প্রাপ্তি হয়েছে। এ বিষয়ে উদ্ধর্তন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে। ঘাটতির অনুকূলে ঘাটতি পূরণের জন্য চাহিদাপত্র মঞ্জুরী পাওয়া গেছে। পুরোপুরি সরবরাহ না পাওয়ায় ঘাটতি পূরণ সম্ভব হয়নি। সরবরাহ পেলে ঘাটতি পূরণ করে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- উত্থাপিত অডিট আপত্তি নির্বাহী কর্তৃপক্ষের স্বীকৃতি লাভ করেছে। দায়িত্ব হস্তান্তরের ফলে ঘাটতি/কম প্রাপ্তির ফলে সরকারি ক্ষতির টাকা নিয়ামানুগ করা প্রয়োজন। ঘাটতির বিষয়ে তদন্ত পূর্বক দায়িত্ব নির্ধারণ না করে ঘাটতি পূরণের জন্য মঞ্জুরী নেয়া ঠিক হয়নি।
- আপত্তিটি ২৯/১০/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে জারী করা হয় এবং পরবর্তীতে ১১/০১/২০১০খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারী পত্র সচিব, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

এ বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ০৭

শিরোনাম ঃ পিসিপি/পিপি অনুমোদন ব্যতীত ২৪,৮৫,৯৭,৬০০/- টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ রেলওয়ের শাখা লাইনসমূহের পূনর্বাসন প্রকল্প/পশ্চিম এর ২০০৬-০৭ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- ২০০২-০৩ অর্থ বছর হতে ২০০৬-০৭ অর্থ বছর পর্যন্ত এ প্রকল্পে সর্বমোট ২৪,৮৫,৯৭,৬০০/- টাকা ব্যয় হয়েছে (পরিশিষ্ট- গ)।
- উক্ত প্রকল্পের পিসিপি এবং পিপি অনুমোদিত না হওয়ায় উল্লেখিত ব্যয় উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আর্থিক ক্ষমতা/২০০০ এর ক্রমিক নং-৪ (১) এর পরিপন্থী, যা গুরুতর অনিয়ম।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- MLR প্রকল্পটি হিসাবে প্রদর্শন করে ADP তে অন্তর্ভুক্ত করে বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয়। বাজেট বরাদ্দের প্রেক্ষিতে রাজশাহী-রহনপুর বর্ডার; লালমনিরহাট-বুড়িমারী; কাঞ্চন -পঞ্চগড় সেকশনের পুনর্বাসন কাজ হাতে নেয়া হয়।
- পরবর্তীতে প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়ায় গত ২৯/৯/২০০৫ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত Development Review Meeting এ শাখা ওয়ারী DPP প্রণয়ন করার সিদ্ধান্ত হয় এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বন্ধ করা হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে আর কোন ব্যয় নির্বাহ করা হয়নি।
- যেহেতু প্রকল্পটি ADP তে অন্তর্ভূক্ত করে বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয়। সেহেতু বাজেট বরাদ্দের অনুকূলে ব্যয় নির্বাহ করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- পিসিসি/পিপি অনুমোদিত না হওয়ায় জিএম কর্তৃক শুধু বাজেট বরাদ্দের ভিত্তিতে খরচের অনুমোদন দেয়া আর্থিক ক্ষমতা অর্পন ২০০৪ এর ক্রমিক নং-৪ (১)(২) এর পরিপন্থী। উল্লেখ্য যে, ২৯/৯/২০০৫ খ্রিঃ তারিখের পরও ২,০৩,৯৭,৬০০/- টাকা ব্যয় করা হয়েছে।
- আপত্তিটি ০৬/০১/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে জারী করা হয় এবং পরবর্তীতে ২২/৩/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারী পত্র সচিব, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

পিসিপি/পিপি অনুমোদিত না হওয়া সত্ত্বেও প্রকল্পের অর্থ ব্যয় করায় দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ০৮

শিরোনাম ঃ ২টি সার্ভে সীটের বিপরীতে ১২৪.৪১৮ মেঃ টন ঘাটতি মালামালের মূল্য আদায় না করায় ৩৪,৮৪,৩৬৭/- টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক/পূর্ব, সিআরবি, চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের এবং পূর্বাপর সময়ের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে উক্ত কার্যালয়ের নথি নং- সেইল/২০০৩/১১ এবং সেইল/২০০৩/৩২ এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ডপত্র যাচাইকালে দেখা যায় যে, সার্ভে সীট নং- ২০০০/৪৯ তারিখ-১৪/৮/২০০০ এর বিপরীতে ১২৮ মেঃ টন এবং সার্ভে সীট নং-৪৬/২০০৩/৪০ তারিখ-২৯/৯/০৩ এর বিপরীতে ১০৭.২৫৫ মেঃ টন মালামাল সার্ভে সীটে অন্তর্ভূক্ত/ হিসাবভূক্ত করার পর জিএম/পূর্ব কর্তৃক উক্ত সার্ভে সীট অনুমোদিত হয়। কিন্তু পরবর্তীতে বিভিন্ন রেকর্ড পত্র বিস্তারিত পর্যালোচনায় তালিকা মোতাবেক উভয় সার্ভে সীটের বিপরীতে মোট ১২৪.৪১৮ মেঃ টন মালামাল ঘাটতির বিষয় পরিলক্ষিত হয়। ঘাটতিকৃত মালামালের মূল্য সর্বশেষ সেইল অর্ডার মোতাবেক ৩৪,৮৪,৩৬৭/- টাকা (পরিশিষ্ট-ঘ) যা সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে অদ্যাবধি আদায় ও হিসাবভূক্ত করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

(ক) সেল/২০০০/৩২, (সার্ভে সীট নং-২০০০/৪৯ তারিখ-২৪/৮/২০০০) বিপরীতে ঘাটতিকৃত মালামালের জন্য প্রাক্তন এসএই/এস জনাব কাশেম আলী মোল্লাকে দায়ী করা হয়। (খ) সেল/২০০৩/১১, (সার্ভে সীট নং-৪৬/২০০৩/৪০ তারিখ-২৯/৯/২০০৩) এর বিপরীতে ঘাটতিকৃত মালামালের জন্য জনাব আবুল খায়ের এসএই/এস দায়ী।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাবে আপত্তিটি স্বীকৃতি লাভ করেছে। অকেজো মালামাল সেইল ডিপোতে আসার পর তা বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে গণনা, যাচাই বাছাই করার পরই সার্ভে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। সার্ভেকৃত মালামাল পরবর্তীতে ঘাটতি হওয়ার বিষয়টি রহস্যজনক। তাছাড়া, বর্ণিত মালামাল চুরি/খোয়া যাওয়ার ব্যাপারে থানায় এজাহারের কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও ঘাটতি মালামালের মূল্য আদায় না করার কারণ বোধগম্য নহে।
- আপত্তিটি ০৪/৬/২০০৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে জারী করা হয় এবং পরবর্তীতে ২৩/১০/২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারী পত্র সচিব, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

ঘাটতি মালামালের মূল্য বাবদ আপত্তিকৃত টাকা সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আদায় ও হিসাবভুক্ত করতঃ এ ধরণের ঘটনা রোধকল্পে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

শিরোনামঃ ঠিকাদারদের নিকট হতে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের ৯,৯৮,২২,৮৬০/- টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ রেলওয়ে, পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের পরিবহন বিভাগের প্রধান বানিজ্যিক কর্মকর্তার কার্যালয়ের ২০০৩-০৪ হতে ২০০৫-০৬ অর্থ বৎসরের হিসাব (এনটিটি ওয়াইড) নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, বানিজ্যিক কার্যক্রমে বেসরকারি খাতে টেন্ডারের মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ ঠিকাদারদেরকে প্রদানকৃত ট্রেনের ইজারা মূল্যের উপর ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের ৯,৯৮,২২,৮৬০/- টাকা ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট-ঙ/১-২)।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং- ১১৬-আইন/২০০২/৩৪১ ও ১২১-আইন/২০০২/৩৪৬-মূসক তাং- ৬/৬/২০০২ এবং কাস্টমস্ একসাইজ ভ্যাট সার্কেল-২ রাজশাহীর স্মারক নং- ৪/এ/ভ্যাট/নির্মাণ/৯৮/২৫১৬-৭০ তারিখ- ০২/৭/২০০২ এর এস-০৩৩.০০ মতে স্থান বা স্থাপনা বা সম্পত্তি ইজারা গ্রহণকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে প্রাপ্ত অর্থের ১৫% হারে ভ্যাট কর্তনযোগ্য- যা পরিপালন করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- বাংলাদেশ রেলওয়ের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে কতিপয় মেইল এক্সপ্রেস ও লোকাল ট্রেনের বানিজ্যিক কার্যক্রম বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হয়। উক্ত লাইসেন্স মানির উপর ভ্যাট বা উৎসে কর এর আওতায় পড়ে না। এ ক্ষেত্রে ট্রেনের ইজারা প্রদান করা হয়নি। কেননা রেলওয়ের যাবতীয় কার্যক্রম যথা ইঞ্জিন, কোচ, ড্রাইভার, গার্ড ইত্যাদি রেলওয়ের নিয়ন্ত্রনেই চলছে। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র বানিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর এসআরও নং-১১৬ আইন/২০০২/৩৪১; তাং- ০৬/৬/০২ এবং কাষ্টম এক্সাইজ-ভ্যাট-সার্কেল-২, রাজশাহীর স্মারক নং- ৪/এ/ভ্যাট/নির্মাণ/৯৮/২৫১৬-৭০ তাং- ০২/৭/০২ এর মতে পণ্যের বিনিময়ে কোন স্থান বা স্থাপনার অথবা স্থাবর সম্পত্তি বা কোন স্থানের প্রবেশাধিকার এর ইজারা বা লাইসেন্স গ্রহণকারী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নিকট হতে প্রাপ্ত অর্থের উপর ভ্যাট ও উৎসে কর আদায়/কর্তন করতে হবে। যেহেতু বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ইজারা প্রদান করা হয়েছে সেহেতু ভ্যাট কর্তনযোগ্য।
- আপত্তিটি ০৯/৯/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে জারী করা হয় এবং পরবর্তীতে ২৯/১২/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারী পত্র সচিব, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

এ অনিয়ম ও ক্ষতির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ সহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

শিরোনাম ঃ বিভিন্ন স্টেশনে আয়ের ৬,৬১,০৩,১০৬/- টাকা সরকারি খাতে জমা না করে আত্মসাৎ।

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ রেলওয়ের ১৮টি স্টেশনের ২০০১-২০০২ হতে ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে ঢাকা স্টেশন সংশ্লিষ্ট ডিএফএ/পেনশন/পূর্ব/চট্টগ্রামের পত্র নং- ই/পেন/পোষ্ট অডিট/ঢাকা; তাং- ১৩/৩/২০০০ খ্রিঃ এবং ডিসিও/ঢাকার পত্র নং- সি-১৭৭/পেনশন-জালিয়াতি/ঢাকা; তাং-৩০/৩/২০০৪ খ্রিঃ ও ২১/৪/২০০৪ খ্রিঃ পর্যালোচনায় দেখা য়ায় যে, (ক) স্টেশনের ৮জন কর্মচারী কর্তৃক ঢাকা রেলওয়ে স্টেশনের আয় থেকে অবসর প্রাপ্ত রেল কর্মচারীদের পেনশন পেমেন্টের ৫,৮ ৯,২১,২৮৯/- টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। (খ) সিলেট রেলওয়ে স্টেশনে রক্ষিত নগদান বহি, সিআর নোট এবং এফএএন্ডসিএও/টিত্র শাখা হতে বিভিন্ন সময়ে অর্থাৎ ১৭/৭/২০০৩ খ্রিঃ, ০৪/৯/২০০৩ খ্রিঃ এবং ২১/৬/২০০৩ খ্রিঃ তারিখে ইস্যুকৃত এরোর সীটের বিপরীতে (যথাক্রমে ৪৬,০০,০০০/- + ১০,০০,০০০/- + ১০,০০,০০০/-)= ৬৬,০০,০০০/- টাকা সরকারী খাতে জমা করা হয়নি। (গ) পার্বতীপুর রেলওয়ে স্টেশনে বিগত ২৫/২/২০০২ খ্রিঃ ২৯/৭/২০০৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে মোট ১৪টি ভূয়া পেনশন কেইসের মাধ্যমে স্টেশন আয় হতে প্রাপ্ত মোট ৫,৮১,৮১৬/৬৬ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে।
- রেলওয়ে স্টেশন আয়ের টাকা সরকারি খাতে জমা না করার ফলে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বমোট ৬,৬১,০৩,১০৫/৬৬ টাকা (পরিশিষ্ট-'চ') নিশ্চিত রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- স্টেশন ম্যানেজার/ঢাকা জানান যে, তদন্ত কমিটি কর্তৃক রেকর্ডপত্র তদন্ত করার জন্য জব্দ করে নেয়া হয়েছে, স্টেশন ম্যানেজার/সিলেট জানান যে, প্রধান বুকিং সহকারী জনাব মোঃ শাজাহান আলী মিয়া কর্তৃক আত্মসাৎ মর্মে মামলা নং- জিআরপি থানা/সিলেট-১ এর মাধ্যমে বিচারাধীন আছে এবং সিটিএম/পশ্চিম/রাজশাহী জানান যে, তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- তদারকীর দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণসহ রেলওয়ের হিসাব বিভাগের দায়িত্ব অবহেলার কারণে গুরুতর অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।
- আপত্তিটি ২০/৭/২০০৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে জারী করা হয় এবং পরবর্তীতে ২৭/৮/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারী পত্র সচিব, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

দায়- দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আইননানুগ ব্যবস্থা গ্রহণসহ আত্মসাৎকৃত অর্থ অবিলম্বে আদায় করে হিসাবভুক্ত করতঃ বিষয়টি নিয়মানুগ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

শিরোনামঃ আদায়কৃত বিশেষ বিলম্ব শুল্কের ৩০,১৬,৪৫০/- টাকা অনিয়মিতভাবে পার্টিকে ফেরৎ প্রদান করায় রেলওয়ের ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- প্রধান বাণিজ্যিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে, পশ্চিম রাজশাহী এর অধীনস্থ দর্শণা স্টেশন কার্যালয়ের ২০০৩-২০০৪ হতে ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের হিসাবের ওপর (এনটিটি ওয়াইড) নিরীক্ষা পরিচালনাকালে দেখা যায় যে, মেসার্স মক্কা পোল্ট্রি ফিডস্ লিঃ কর্তৃক ভারত হতে ৩৫ খানা বিসিএক্সসি ওয়াগন যোগে ১৯৩৭.২৫ মেঃ টঃ গম আমদানীপূর্বক ২৬/৩/২০০৫ খ্রিঃ তারিখে দর্শনা স্টেশনে আনা হয়। উক্ত গম মনুষ্য খাদ্য অনুপোযোগী হওয়ায় কাস্টমস্ তা ছাড় প্রদান না করে পুনরায় ভারতে প্রেরণের নির্দেশ প্রদান করে এবং সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ২৪/৬/২০০৫ খ্রিঃ তারিখে গম ভারতে প্রেরণ করা হয়। সে মোতাবেক দর্শনা স্টেশন কর্তৃপক্ষ বিলম্বিত সময়ের জন্য বিশেষ বিলম্ব শুল্ক বিল নং- ১৪৩ তারিখ- ১৭/৬/২০০৫ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ৭২,৪৯,০০০/- টাকা আদায় করে। কিন্তু পরবর্তীতে বিধি বহির্ভূতভাবে উক্ত আদায়কৃত বিশেষ বিলম্ব শুল্কের ৩০,১৬,৪৫০/- টাকা মওকুফ করতঃ পার্টিকে ফেরৎ প্রদান করে যা রেলওয়ের ক্ষতি।
- বাংলাদেশ রেলওয়ে গুডস্ ট্যারিপের ৭১ নং ধারা এবং সিটিএম/পশ্চিম/রাজশাহীর ০৮/০২/১৯৯৬ খ্রিঃ তারিখ এর সার্কুলার নং- $\frac{\text{জি/৯৬}}{\text{কম/আরজি/আরআর/পি-২/সিআরডি-২/পঃ}}$ মোতাবেক মালামাল বর্ডার স্টেশনে পৌছার পর হতে কাস্টমস্ ছাড় গ্রহণ সময় পর্যন্ত বিশেষ বিলম্ব শুল্ক আদায় করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ফেরৎ প্রদান অনিয়মিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- মেসার্স মক্কা পোল্ট্রি ফিডস্ লিঃ খুলনা বিশেষ বিলম্ব শুল্ক বাবদ পরিশোধকৃত ৭২,৪৯,০০০/- টাকা ফেরতের জন্য সরাসরি মহাপরিচালক বরাবর আবেদন করেন। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ), রেলভবন, ঢাকা এর মতামতের ভিত্তিতে পরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ের পত্র নং- টিটি/ডবিউসিও/আইএনটি/ডিটেনসন/৯১পাট-১-৯৭ তারিখ- ২১/৬/০৬ খ্রিঃ এর মাধ্যমে আদায়কৃত বিশেষ বিলম্ব শুল্কের ৭২,৪৯,০০০/- টাকার ৫০% অর্থাৎ ৩৬,২৪,৫০০/- টাকা আমদানীকারককে ফেরৎ প্রদানের সিদ্ধান্ত হলে মহাব্যবস্থাপক/পশ্চিম এর অনুমতিক্রমে সমন্বয় পূর্বক ৩০,১৬,৪৫০/- টাকা ফেরৎ প্রদান করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- বাংলাদেশ রেলওয়ে গুডস্ ট্যারিফ এর ৭১ নং ধারা এবং সিটিএম/পঃ রাজশাহীর ০৮/০২/১৯৯৬ খ্রিঃ তারিখের সার্কুলারে বিশেষ বিলম্ব শুল্ক মওকুফ/পরিবর্তন করার কোন বিধান নেই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে উক্ত বিধি লংঘন করে পার্টিকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের জন্য বিশেষ বিলম্ব শুল্ক বাবদ ৩০,১৬,৪৫০/- টাকা মওকুফ করতঃ ফেরৎ প্রদান করা হয়েছে। কাজেই স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।
- আপত্তিটি ২৬/০২/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে জারী করা হয় এবং পরবর্তীতে ১৮/৩/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারী পত্র সচিব, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

উক্ত অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ উক্ত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ **১২**

শিরোনাম ঃ **ঠিকাদার কর্তৃক প্রকৃত দর পরিবর্তন করে অতিরিক্ত দরে টেন্ডার মূল্যায়ণ করায় ১,০০,০০০/- টাকা ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

প্রধান প্রকৌশলী পশ্চিম, রাজশাহী কার্যালয়ের ২০০৬-০৭ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- ব্রীজ নং-২২এম এর নকশা মোতাবেক মেরামত কাজের রেট সিডিউল আইটেম নং-২৩ এ ঠিকাদার কর্তৃক প্রতি লটের দর উল্লেখ ছিল ৩০,০০০/- টাকা।
- কিন্তু সিএস (তুলনামূলক বিবরণী) তৈরীর প্রাক্কালে ৩০,০০০/- টাকা সংখ্যার পূর্বে ১ বসিয়ে ১,৩০,০০০/- টাকা দরে সিএস তৈরী ও সে মোতাবেক চুক্তিপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে।
- এ ধরণের অনিয়ম করার জন্য টেন্ডার সাবমিশন শীট এ মোট টেন্ডার এর মূল্য পূরণ করা হয়নি। কাজেই এ টেন্ডার বাতিলযোগ্য ছিল।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

বিষয়টি তদন্ত করে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক টাকা কর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- অদ্যাবধি তদন্তের ফলাফল বা টাকা কর্তনের কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি।
- আপত্তিটি ০৬/০১/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে জারী করা হয় এবং পরবর্তীতে ২২/৩/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারী পত্র সচিব, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

উক্ত ক্ষতি জনিত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

শিরোনাম ঃ ৭৭টি গাড়ীর ভ্যাট বাবদ ১,১০,০২,২১১/- টাকা আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- প্রকল্প পরিচালক (সিএমই/পূর্ব)/২৫৮টি এমজি যাত্রীবাহী গাড়ী পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় পর্যায়)/বাংলাদেশ রেলওয়ে/চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ১৯৯৯-২০০৭ অর্থ বছরের হিসাব ৩০/৩/২০০৮ খ্রিঃ হতে ০৮/৪/০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে প্রকল্পের পিপি, সংশোধিত পিপি ও চুক্তি পত্র নং- মেক/ডব্লিউ বি/১৪০/ক্র্যাশ প্রোগাম; তাং- ২০/৮/০১ খ্রিঃ এর দরপত্র সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ৭৭টি এমজি গাড়ী মেরামত ও পুনর্বাসনের জন্য মেসার্স আনন্দ বিল্ডার্স লিমিটেড এর সাথে ২২,০০,৪৪,২২৬/- টাকার চুক্তি হয়। উল্লেখ্য যে, রেল কর্তৃপক্ষ মেরামত মূল্য নির্ধারণের সময় ৫% ভ্যাট এবং ২.৫% ইনকাম ট্যাক্স যোগ করে। অর্থাৎ চুক্তিমূল্যের মধ্যে ইনকাম ট্যাক্স এবং ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু রেল কর্তৃপক্ষ ঠিকাদারকে মূল্য পরিশোধের সময় ইনকাম ট্যাক্স কর্তন করে মূল্য পরিশোধ করে কিন্তু ভ্যাট বাবদ কোন টাকা কর্তন করেনি।
- আরো উল্লেখ্য যে, প্রতিটি গাড়ীর নির্ধারিত মূল্য হতে ৫% হারে সংযুক্ত ভ্যাটের টাকা কর্তন না করে ৭৭টি গাড়ীর জন্য কর্তনযোগ্য ৫% হারে ভ্যাট বাবদ ১,১০,০২,২১১/- টাকা পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে (পরিশিষ্ট- 'ছ')।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- প্রকল্প হতে সকল বিল ডিএফএ/কারখানা/পাহাড়তলী বরাবরে প্রেরণ করা হয়। সকল পাওনা নিয়মানুযায়ী হিসাব বিভাগ হতে কর্তন করা হয়ে থাকে। যদি কোন অনিয়ম হয়ে থাকে তা হিসাব বিভাগের উপর বর্তাবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের দাখিলকৃত বিল হতে ভ্যাট কর্তনযোগ্য হলেও দাখিলকৃত বিলে ভ্যাট কর্তন না করার ফলে ভ্যাট বাবদ ১,১০,০২,২১১/- টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ অনিয়মিত হয়েছে।
- আপত্তিটি ২৮/০১/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে জারী করা হয় এবং পরবর্তীতে ৩১/০৩/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারী পত্র সচিব, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- এ অনিয়ম ও ক্ষতির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ সহ উক্ত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

অনুচ্ছেদ ঃ বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ট্রেনের যন্ত্রাংশ খোয়া যাওয়ার প্রেক্ষিতে ঠিকাদারের নিকট হতে ১৫,৪৪,৪৩৩/- টাকা আদায় না করায় আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- প্রধান বাণিজ্যিক কর্মকর্তা, পশ্চিম বাংলাদেশ রেলওয়ে রাজশাহী কার্যালয়ের হিসাব নিরীক্ষাকালে নথি নং-আরসিএস/এল/পলিসি/সিআরডি-২/পঃ(পার্ট-১) পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ট্রেনের যন্ত্রাংশ খোয়া বাবদ ১৫,৪৪,৪৩৩/- টাকা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট অনাদায়ী রয়েছে (পরিশিষ্ট-'জ')। চুক্তিপত্রের ৫ নং শর্ত মোতাবেক খোয়া যাওয়া যন্ত্রাংশের মুল্য সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে আদায়যোগ্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- সিডিউলের শর্ত মোতাবেক খোয়া যাওয়া যন্ত্রাংশের ক্ষতি-পূরণ বাবদ অর্থ জমা দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স গ্রহীতার সাথে পত্রালাপ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে কিছু টাকা জমা প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট টাকা অত্র দপ্তরে রক্ষিত পারফরমেন্স গ্যারান্টির টাকা হতে কর্তন করে রাখা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত মন্তব্যে আপত্তিটি স্বীকৃতি লাভ করেছে।
- আপত্তিটি ১৮/১১/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে জারী করা হয় এবং পরবর্তীতে ৩১/০১/২০১০ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারী পত্র সচিব, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ট্রেনের যন্ত্রাংশ খোয়া যাওয়ার প্রেক্ষিতে ১৫,৪৪,৪৩৩/- টাকা রেল কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত মন্তব্য মোতাবেক সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে আদায় করা আবশ্যক।

হিসাবের উপর মন্তব্য ঃ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

শিরোনাম ঃ চূড়ান্ত মঞ্জুরীর অতিরিক্ত ৯২,৫৮,১৬,৪১৭/- টাকা ব্যয়।

বিবরণঃ

২০০৭-২০০৮ সনের উপযোজন হিসাবের সার সংক্ষেপে প্রদর্শিত হিসাব অনুযায়ী নিম্নোক্ত বিভিন্ন খাতে চূড়ান্ত মঞ্জুরীর ৯২,৫৮,১৬,৪১৭/- টাকা অতিরিক্ত ব্যয় সংঘটিত হয়েছে ঃ-

খাত	চূড়ান্ত বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	চূড়ান্ত বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয়
অনুন্নয়ন ঃ ক) সাধারণ প্রশাসন	২৮৮,২০,৯৪,০০০	৩৩৩,০৬,৮৬,৪৬৬	৪৪,৮৫,৯২,৪৬৬
খ) মেরামত ও সংরক্ষণ উইং	৩৯২,৪৫,০০,০০০	৩৯৯,৫৫,৬৫,৭৮৯	৭,১০,৬৫,৭৮৯
গ) বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ	৫৮,০০,০০,০০০	৬৬,৩২,৯১,৭৫৫	৮,৩২,৯১,৭৫৫
ঘ) অনিশ্চিত খাত ঃ- বিবিধ অগ্রিম (রাজস্ব)	-	১,১২,৮৭,৯২০	১,১২,৮৭,৯২০
ঙ) মোট অনুন্নয়ন	৭৩৮,৬৫,৯৪,০০০	৮০০,০৮,৩১,৯৩০	৬১,৪২,৩৭,৯৩০
উন্নয়ন ঃ চ) উন্মুক্ত রেলওয়ে পূর্ত কার্য রাজস্ব (অবচয় সংরক্ষণ তহবিল)	৫৯,৯০,০০,০০০	৭৫,৪০,০১,০২০	১৫,৫০,০১,০২০
ছ) অনিশ্চিত খাত (মূলধন)	--	১৫,৬৫,৭৭,৪৬৭	১৫,৬৫,৭৭,৪৬৭
মোট উন্নয়ন ঃ	৫৯,৯০,০০,০০০	৯১,০৫,৭৮,৪৮৭	৩১,১৫,৭৮,৪৮৭
সর্বমোট ঃ	৭৯৮,৫৫,৯৪,০০০	৮৯১,১৪,১০,৪১৭	৯২,৫৮,১৬,৪১৭

নির্বাহী দপ্তরের ব্যাখ্যা ঃ

চাহিদার তুলনায় বরাদ্দ অপ্রতুল, সাসপেন্স খাতে ডেবিট সমন্বয়, পিওয়ে মালামাল ও স্লীপারের ডেবিট সমন্বয়, স্টোর ডেবিট সমন্বয়, মালামালের মূল্য ও পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি, প্রকল্প পরিচালক থেকে অতিরিক্ত ব্যয়ের ব্যাখ্যা না পাওয়ায়, খরচের ভুল শ্রেণী বিন্যাস, নির্বাহী দপ্তরের সংগে হিসাব দপ্তরের হিসাবের গরমিল ইত্যাদি কারণে বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত খরচ হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

উপরে বর্ণিত ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, চাহিদা অনুযায়ী বাজেট বরাদ্দ না পাওয়ায় বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত খরচ সম্পন্ন করা, বাজেটে টাকা না থাকা সত্বেও সাসপেন্স খাতের ডেবিট সমন্বয় করা, বকেয়া পরিশোধ করা, প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক উপযোজন হিসাব, হিসাব দপ্তরে না পাঠানো, অতিরিক্ত ব্যয়ের ব্যাখ্যা প্রদান না করা, হিসাব দপ্তরের রেজিষ্টারের সংগে হিসাব রিকনসাইল না করায় প্রকল্প পরিচালকের মতে উদ্বৃত্ত, কিন্তু হিসাব দপ্তরের মতে অতিরিক্ত, মূলধন খাতের টাকা রাজস্ব খাতে, রাজস্ব খাতের টাকা মূলধন খাতে অর্থাৎ ভুল খাতে খরচ হিসাবভুক্ত করা প্রভৃতি বিষয় গুরুতর আর্থিক বিশৃঙ্খলার পরিচায়ক। প্রতি বছর রেলওয়ের বাজেট অর্ডার বইতে বেতন ভাতা ব্যতীত অন্য কোন খাতে বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত খরচের জন্য বিভাগীয় প্রধান দায়ী থাকবেন মর্মে উল্লেখ করা হয় । কিন্তু এ ব্যাপারে পরবর্তীতে দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার ব্যাপারে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

অর্থ বছরের মাঝামাঝি সময় এবং অর্থ বছর শেষ হওয়ার পূর্বে রেলওয়ের প্রশাসন কর্তৃক রেলওয়ের জেনারেল কোডের ৪৪৮ এবং ৪৫১ ধারায় বর্ণিত বিধান অনুযায়ী বাজেট বরাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয়ের হিসাব পর্যালোচনা করে বিভিন্ন খাতে যে সমস্ত অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রয়োজন হবে তা জেনারেল কোডের ৪৫৫ এবং ৪৫৮ ধারা এবং বাংলাদেশ সংবিধানের ৯১(ক) অনুচ্ছেদ এর বিধান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আর্থিক বিবৃতির মাধ্যমে অনুমোদনের জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে। রেলওয়ে জেনারেল কোডের ৪৩৩ এবং ৪৩৫ ধারায় কোন অবস্থাতেই যাতে বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় না হয় সে ব্যাপারে করনীয় ব্যবস্থা এবং দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু রেলওয়ের ক্ষেত্রে এ সমস্ত কোন বিধান প্রতিপালিত হয়নি। তদুপরি যোগাযোগ মন্ত্রণালয় কর্তৃক পুনঃ উপযোজন বা পরবর্তী বছরের বাজেট সংসদের অনুমোদন গ্রহণের সময় পূর্ববর্তী বছরের সমুদয় বাজেট অতিরিক্ত ব্যয় সম্পূরক বাজেটের মাধ্যমে অনুমোদন নিয়ে নিয়মিত করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

১। বাজেট ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে রেলওয়ে জেনারেল কোড ও বাংলাদেশ সংবিধানের ৯১ (ক) অনুচ্ছেদ অনুসরণ না করার ব্যাপারে এবং এই অস্বাভাবিক চূড়ান্ত বরাদ্দের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হওয়ার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের দায়দায়িত্ব নির্ধারণ এবং একই সংগে রেলওয়ের জেনারেল কোডে ও সংবিধানের বর্ণিত বিধান যথাযথভাবে অনুসরন করার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

২। ফেব্রুয়ারি/১৯৯০ মাসে সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ২য় প্রতিবেদনের ৫ পৃষ্ঠার ৩য় প্যারায় বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয়ের একটি ন্যূনতম সীমা নির্ধারণ করা এবং যে কোন অবস্থায় তা অতিক্রম করা শাস্তিমূলক অপরাধ হিসেবে গন্য করার কথা বলা হয়েছে। এই নির্দেশ প্রতিপালন করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

শিরোনাম ঃ চূড়ান্ত মঞ্জুরীর ১১২,২৩,০৬,৯২৯/- টাকা উদ্বৃত্ত।

বিবরণঃ

উপযোজন হিসাবের সংগে সংযুক্ত উপযোজন হিসাবের সার-সংক্ষেপে প্রদর্শিত হিসাব অনুযায়ী ২০০৭-২০০৮ সনে বাংলাদেশ রেলওয়ের নিস্পত্তি হিসাব খাতে মোট ১১২,২৩,০৬,৯২৯/- টাকা চূড়ান্ত মঞ্জুরীর উদ্বৃত্ত রয়ে গেছে।

খাত	চূড়ান্ত বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	চূড়ান্ত বরাদ্দের উদ্বৃত্ত
অনুন্নয়ন ঃ ক) পরিচালন	৩৮২,১২,৫৯,০০০	৩৫৫,৯২,০৪,৮২৫	২৬,২০,৫৪,১৭৫
খ) বৈদেশিক ঋনের উপর সুদ	৩৬,২৬,০৮,০০০	২০,৭৪,১৮,৬৪০	১৫,৫১,৮৯,৩৬০
মোট অনুন্নয়নঃ গ) উন্নয়ন	৪১৮,৩৮,৬৭,০০০	৩৭৬,৬৬,২৩,৪৬৫	৪১,৭২,৪৩,৫৩৫
ঘ) উম্মুক্ত রেলওয়ে পূর্তকার্য পরিবর্ধন (মূলধন)	৩৯০,৩৭,০০,০০০	৩১৯,৮৬,৩৬,৬০৬	৭০,৫০,৬৩,৩৯৪
মোট উন্নয়ন ঃ	৩৯০,৩৭,০০,০০০	৩১৯,৮৬,৩৬,৬০৬	৭০,৫০,৬৩,৩৯৪
সর্বমোট ঃ	৮০৮,৭৫,৬৭,০০০	৬৯৬,৫২,৬০,০৭১	১১২,২৩,০৬,৯২৯

নির্বাহী দপ্তরের ব্যাখ্যা ঃ

সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের অবমুক্ত বরাদ্দ অপেক্ষা ব্যয় কম হওয়ায়, স্থানীয় মালামাল ক্রয়ে দরপত্র চুড়ান্ত না হওয়ায়, লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী স্থানীয় মালমাল সংগ্রহ না হওয়ায়, বিভিন্ন আনুষঙ্গিক কাজের দরপত্র চূড়ান্ত না হওয়া, প্রকল্প পরিচালকের হিসাবের সংগে হিসাব দপ্তরের হিসাবে গড়মিল হওয়ায়, কোন কোন ক্ষেত্রে পরিচালক থেকে উপযোজন হিসাব না পাওয়ায়, ভুল খাতে হিসাব ভূক্তি এবং রাজস্ব খাতে উদ্বৃত্তের খাতে চাহিদার তুলনায় বরাদ্দ বেশী পাওয়ায় উদ্ধৃত হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

চাহিদার তুলনায় বরাদ্দ বেশী পাওয়ার বিষয়টি নিরীক্ষার বোধগম্য নয়। চাহিদার তুলনায় বরাদ্দ বেশী পাওয়ার বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

উন্নয়ন খাতে উদ্বৃত্তের ব্যাখ্যা নিরীক্ষায় গ্রহণযোগ্য নয়। রেলওয়ের যে সমস্ত কর্তৃপক্ষের হাতে উন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব ন্যাস্ত ছিল, সে সমস্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পূর্বের অভিজ্ঞতা লব্দ জ্ঞানের ভিত্তিতে দুরদর্শীতার সংগে উন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন করা হলে এবং যথাযথভাবে সময়মত উন্নয়ন বাজেটে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আন্তরিক ও যত্নবান হলে উন্নয়ন বাজেটের এক বিশাল অংকের অর্থ উদ্বৃত্ত হতনা। সময়মত উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ কাজে না লাগানোতে পরবর্তীতে মুল পিপিতে বর্ণিত অর্থ দ্বারা প্রায় ক্ষেত্রে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হয় না। প্রায় ক্ষেত্রেই সময়মত প্রকল্প বাস্তবায়ন না করায় প্রকল্পের ব্যয়ভার অহেতুক অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। অতএব, উন্নয়ন খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে কাজে লাগাতে এবং সময়মত প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যর্থতার ব্যাপারে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, উপযোজন হিসাবের সংগে সংযুক্ত ৫০ লক্ষ টাকার চেয়ে কম নয় এমন খরচের বিবরণী পরিশিষ্ট 'ঘ' পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০০৭-২০০৮ সনে গৃহীত ৪২টি প্রকল্পের মধ্যে ৩৬টি প্রকল্পের ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট বছরে বাজেট বরাদ্দের অর্থ সম্পূর্ণ কাজে লাগানো হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

১। রেলওয়ের জেনারেল কোডের সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী যথাযথভাবে অনুসরন করা, যাতে দেশী ও বিদেশী মুদ্রায় উন্নয়ন খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে কাজে লাগানো হয় এবং প্রয়োজন না হলে যথাসময়ে সমর্পণ করা- যাতে সরকারের অন্য প্রয়োজনীয় খাতে এ অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হয়।

২। উন্নয়ন প্রকল্পের বাজেট প্রনয়নের সময় পূর্ববর্তী বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দূরদর্শীতার সংগে বাজেট প্রস্তাব পেশ করা প্রয়োজন।

৩। অস্বাভাবিক অংকের উন্নয়ন বাজেটের বরাদ্দকৃত অর্থ কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে উদাসীনতা ও ব্যর্থতার জন্য দায়ী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

শিরোনাম ঃ উপযোজন হিসাবে ৬৮,৩৯,৯৬,০০০/- টাকার খরচের হিসাবভূক্তিতে ভুল শ্রেনীবিন্যাস।

বিবরণঃ

উপযোজন হিসাবের সংগে সংযুক্ত ভুল শ্রেনীবিন্যাস ও অন্যান্য ভুলের বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০০৭-২০০৮ সনে ৭টি প্রকল্পে মোট ৬৮,৩৯,৯৬,০০০ টাকার খরচের হিসাবভূক্তির ক্ষেত্রে ভুল শ্রেনীবিন্যাস করা হয়েছে। অর্থাৎ কোন ক্ষেত্রে বরাদ্দ অবচয় (রাজস্ব) ও মুলধন খাতে থাকলেও কোন ক্ষেত্রে খরচ শুধুমাত্র মুলধন খাতে আবার কোন ক্ষেত্রে শুধুমাত্র অবচয় (রাজস্ব) খাতে হিসাবভূক্ত করা হয়েছে। অপরদিকে, বরাদ্দ শুধুমাত্র অবচয় (রাজস্ব) খাতে থাকলেও খরচ মুলধন খাতে হিসাবভূক্ত করা হয়েছে।

নির্বাহী দপ্তরের ব্যাখ্যা ঃ

ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

এ ধরণের অনিয়মের ফলে উপযোজন হিসাবে প্রদর্শিত মুলধন ও অবচয় (রাজস্ব) খাতে প্রদর্শিত হিসাব সঠিক বলে গন্য করা যায় না।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

এই অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে জার্নাল এন্ট্রির মাধ্যমে হিসাব সংশোধন করা প্রয়োজন।

স্বাক্ষরিত

(মোঃ মতিয়ার রহমান)
মহাপরিচালক
রেলওয়ে অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

তারিখঃ ১৮-০৮-১৪১৭ বঃ / ০২-১২-২০১০ খ্রিঃ